মহিলাদের আইন ও আইনি অধিকার

রবীন্দ্রনাথ সামন্ত

পুস্তক বিপণি
৯এ, নবীন কুণ্ডু লেন
কলকাতা-৭০০ ০০৯

লেখকের কথা

আমাদের সকলকে আইন জানতে হবে। কারণ, আইনের ভাষায় আইনের অজ্ঞতা আইনলঙ্ঘনকারীকে ক্ষমা করে না। দেখা যায় অজ্ঞতার কারণে বহু মানুষকে মামলা-মোকদ্দমায় জড়িয়ে পড়তে হয়। তাই সকলের আইন জানা আবশ্যক। আইন সম্পর্কে ধারণা নীতিশিক্ষার মতো কাজ করে।

নারীর মর্যাদা রক্ষার্থে, অধিকার সুনিশ্চিত করতে আমাদের দেশে অনেক আইন আছে। অথচ তাঁর মর্যাদা, অধিকার লঙ্ঘনের ঘটনা দুর্ভাগ্যজনকভাবে বেড়ে গেছে। উপলব্ধি করি আইন সম্পর্কে সামাজিক সচেতনতা এ ধরনের ঘটনা কমাতে পারে। এই উদ্দেশ্য নিয়ে বইটি রচনা করি। বইটির প্রথম সংস্করণ প্রকাশিত হয় ২০০৫-এর কলকাতা বইমেলায়। আনুষ্ঠানিকভাবে প্রকাশ করেন কলকাতা হাইকোর্টের মহামান্য বিচারপতি শৈলেন্দ্র প্রসাদ তালুকদার।

ঘরোয়া হিংসা থেকে মহিলাদের সুরক্ষা আইন, ২০০৫ আসার পর এই আইনটি মহিলাদের আইন ও আইনি অধিকার বইয়ে সংযোজিত হয় এবং বইটির দ্বিতীয় সংস্করণ প্রকাশিত হয় ফেব্রুয়ারি, ২০০৬-এ।

বিভিন্ন সংবাদপত্র, ম্যাগাজিনে বইটির রিভিউ প্রকাশিত হয় প্রশংসা করে। জাতীয় আইনি পরিষেবা প্রাধিকার, পশ্চিমবঙ্গ আইনি পরিষেবা প্রাধিকার, রাজ্য মহিলা কমিশন প্রভৃতি বইটির উচ্চ প্রশংসা করেছে।

বর্তমানে সংস্করণটি বইটির তৃতীয় সংস্করণ। এই সংস্করণে কর্মক্ষেত্রে মহিলাদের যৌন হয়রানি রোধে সুপ্রিম কোর্টের নিয়মাবলি ও এ প্রেক্ষিতে সাম্প্রতিক আইন সংযোজিত হয়েছে। এর সাথে সংযোজিত হয়েছে বহু চর্চিত লিভ টুগেদার বা স্বামী-স্ত্রীর সঙ্গে বসবাস সম্পর্কের মহিলা ও তাঁর সন্তানের আইনি অধিকার এবং বিয়ের প্রতিশ্রুতি দিয়ে যৌনসহবাস—প্রতিশ্রুতি ভঙ্গ ও শাস্তি।

সাধারন মানুষের কথা মাথায় রেখে সহজ বাংলায় বইটি রচিত হয়েছে। চেষ্টা করা, হয়েছে বইটিকে সর্বাঙ্গসুন্দর করতে। প্রিয় পাঠক, পাঠিকারা বইটির কোনো ত্রুটি গোচরে আনলে তা সাদরে গৃহীত হবে সংশোধনের জন্য।

বইটি জনসাধারনের উপকারে এলে আমার শ্রম সার্থক হবে।

মহামান্য কলকাতা হাইকোর্ট বইটি প্রকাশ করার অনুমতি দিয়েছেন। আমি মহামান্য আদালতের কাছে চিরকৃতজ্ঞ।

পুনশ্চর সন্দীপ নায়ক বইটি লেখা থেকে প্রকাশ করা পর্যন্ত প্রেরণা জুগিয়েছেন। তাঁর প্রতি কৃতজ্ঞতা জানাই।

জানুয়ারি ২০১৩ রবীন্দ্রনাথ সামন্ত

সূচিপত্র

মহিলাদের বিরুদ্ধে অপরাধের প্রতিবেদন ১১

ফৌজদারি আইন

ভারতীয় দণ্ডবিধি বিভিন্ন ধারা :

কোনো মহিলার শালীনতাকে অপমান করার

অভিপ্রায় (৫০৯ ধারা) ১৫

মহিলাদের অশ্লীল চিত্র নিবারণ আইন ১৫

নারী অপহরণ, পতিতাবৃত্তি ও শাস্তি ১৭

দেহ নিয়ে অবৈধ কারবার নিবারণ আইন ২০

নারী ধর্ষণ ও শাস্তি ২৮

স্বামী বা স্বামীর আত্মীয়দের দ্বারা বধু নির্যাতন (৪৯৮ ধারা) ৩৩

আত্মহত্যার প্ররোচনা, সতীদাহ এবং শাস্তি ৩৮

বিবাহ সংক্রান্ত অপরাধ ৪১

মাতৃত্বের সুযোগ-সুবিধা আইন ৪৮

অপরাধের তদন্ত ও বিচার ৫৫

খোরপোশের আইন ৫৮

মুসলিম মহিলা (তালাক সম্পর্কিত) আইন ৬২

দেওয়ানি আইন

হিন্দু বিবাহ আইন ৬৫

মুসলিম বিবাহ আইন ৭৫

খ্রিস্টান বিবাহ আইন ৮০

বিশেষ বিবাহ আইন ৮৪

মহিলাদের উত্তরাধিকার আইন ৮৯

হিন্দু মহিলাদের দত্তক গ্রহণ আইন ১০১

ঘরোয়া হিংসা থেকে মহিলাদের সুরক্ষা আইন ১০৩

কর্মক্ষেত্রে কর্মরতা মহিলাদের যৌন হয়রানি রোধে সুপ্রিম কোর্টের নির্দেশাবলি ১২১

বিয়ের প্রতিশ্রুতি দিয়ে যৌন সহবাস ১২৫

লিভ টুগেদারের ক্ষেত্রে মহিলা ও তার সন্তানের আইনি অধিকার ১২৬

মহিলাদের বিরুদ্ধে অপরাধের প্রতিবেদন

স্মরণাতীতকাল থেকে মানুষের সভ্যতার ধারা বয়ে চলেছে। মানুষই এই ধারার ধারক এবং বাহক। মানুষ অর্থে নারী, পুরুষ উভয়েই। একথা অনস্বীকার্য যে সভ্যতার অগ্রগতিতে নারী এবং পুরুষের অবদান সমান সমান। একটু গভীর ভাবে ভাবলে মনে হয় সুন্দর পৃথিবীর আলো যিনি দেখালেন, যাঁর স্নেহ, ভালোবাসার স্পর্শে আমরা গড়ে উঠছি সেই নারীর অবদান অতুলনীয়। জননী, জন্মভূমিশ্চ স্বর্গাদপি গরীয়সী। তাই, মানুষের উচ্চ বৈভবে নারীর স্থান। 'যত্র নার্যস্তু পূজ্যন্তে রমন্তে তত্র দেবতা' অর্থাৎ যে সংসারে নারীরা পূজিতা, সেখানে ঈশ্বর বিরাজ করেন। কিন্তু, বাস্তবে আমরা এর উল্টোটাই দেখি। আবহমান কাল থেকে দেখছি নারী লাঞ্ছিতা, বঞ্চিতা, অপমানিতা। নারী যেন ভোগ্যপণ্যস্বরূপ। মৈত্রী, গার্গীর মর্যাদায় ভাস্বর যে দেশ সেই দেশকে আজ মরুভূমির মতো ধূসর লাগে। স্বামী বিবেকানন্দ ব্যথিত কণ্ঠে বলেছিলেন, ভারতবর্ষের এ এক মহাপাপ মেয়েদের হীন, অপবিত্র বলে পায়ে দলানো। তিনি বলেন 'পাখি যেমন একটি ডানায় উড়তে পারে না, তেমনি জাতি শুধু পুরুষ শক্তির উপর নির্ভর করে চলতে পারে না। চাই নারী জাগরণ।"

প্রাতঃস্মরণীয় মনীষীগণ যথা রাজা রামমোহন রায়, ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর প্রমুখদের জীবন ও বাণী থেকে আমরা দেখি নারীর ভাগ্যোন্নতিতে, তাকে মানুষের মর্যাদা দিতে তাঁদেরকে সারা জীবন কী অক্লান্ত সংগ্রামের মধ্য দিয়ে যেতে হয়েছে! সতীদাহ প্রথা নিবারণ, বিধবা বিবাহ প্রবর্তন তাঁদের অনলস সংগ্রামের ফসলস্বরূপ।

বর্তমান সময়ে মহিলাদের শিক্ষা-বিস্তার, স্বাস্থ্য-পরিষেবা, আর্থিক-উন্নতি সামান্য কিছু ঘটলেও সার্বিকভাবে তাঁদের জীবন সেই একই তিমিরে। কবি নজরুল ইসলামের ভাষায়—

"জরি শাড়ি মোড়া চকলেটে ভরা
বন্দি হেরেম বাক্সে
বাহির করিলে খেয়ে নেবে কেউ
কাজেই বাক্সে থাকসে।"

সমগ্র বিশ্বের দিকে চোখ ফেরালে দেখি লক্ষ লক্ষ মহিলা ন্যূনতম মৌলিক মানবাধিকারের তীব্র বঞ্চনা নিয়ে জীবনযাপন করছেন। সিয়েরা লিউয়ান, কসোভা, কঙ্গো, আফগানিস্তান এবং বিওন্ডা এইসব দেশগুলি যুদ্ধের অস্ত্র হিসাবে অবলীলাক্রমে মেয়েদের বলাৎকার করেছে। সম্প্রতি একটি রিপোর্টে প্রকাশ পাকিস্তান, দক্ষিণ আফ্রিকা, পেরু, রাশিয়া এবং উজবেকিস্তানের বাড়ির মেয়েরা পুরুষদের দ্বারা প্রতিনিয়ত নিগৃহীতা হন। এর প্রতিকারে ওই দেশের সরকার উদাসীন। মেয়েদের প্রতি অসমান ব্যবহারের কারণে ইউক্রেন, মলডোভা, নাইজেরিয়া, বার্মা এবং থাইল্যান্ডের বহু মেয়েদের কিনে আনা হয়, বিক্রি করা হয় এবং তাঁদেরকে জোরপূর্বক দেহ ব্যবসায়ে লিপ্ত করা হয়।

গুয়াতেমালা, দক্ষিণ আফ্রিকা এবং মেক্সিকোতে ব্যক্তি সংস্থার মালিকরা মেয়েদের কর্মী হিসাবে নিয়োগ করে না। — এটি একটি সত্য ঘটনা যে সারা বিশ্বের লক্ষ লক্ষ মহিলা, বালিকাদের জোরপূর্বক বিয়ে দেওয়া হয়। তাঁদের সেইসব পুরুষদের সঙ্গে যৌন সহবাসে বাধ্য করা হয় যাদের তাঁরা মন থেকে পছন্দ করেন না। নিজের দেহে কী ঘটছে এ ব্যাপারে মহিলাদের আবশ্যকীয় নিয়ন্ত্রণ নেই। তাঁরা নানাবিধ যৌননিগ্রহের শিকার হন। এই সকল নানা কারণে মারণব্যাধি এইডস্/এইচ আই ভি ইত্যাদি সংক্রমণে মহিলাদের আক্রান্ত হওয়ার ঝুঁকি থাকে সবচেয়ে বেশি।

দেশে দেশে যুদ্ধ বাধলে শিশুদের মতোই মহিলারা সর্বাপেক্ষা আক্রান্ত হন। হন অসহায়। যুদ্ধের সময় অন্যত্র চলে যাওয়ার তাড়নায় সীমান্তে সীমান্ত-রক্ষী, সীমান্ত বাহিনীর দ্বারা মেয়েরা আকছার ধর্ষণ এবং যৌননিগ্রহের শিকার হন।

আমাদের দেশে নারী নির্যাতনের ঘটনা উদ্‌বেগজনকভাবে ক্রমবর্ধমান। গত কয়েকবছরে সারাদেশে মেয়েদের বিরুদ্ধে অপরাধের রিপোর্টে চোখ রাখলে আমাদের শিউরে উঠতে হয়। ভারত সরকার প্রকাশিত ১৯৯৯ সালের ক্রাইম রিপোর্ট বা অপরাধের প্রতিবেদন নিম্নরূপ —

১। সারাদেশে ভারতীয় দণ্ডবিধি অনুসারে আদালতের গ্রেপ্তারি পরোয়ানা ছাড়া পুলিশ যে সকল মামলায় আসামিকে গ্রেপ্তার করতে পারে সে ধরনের

যে মোট মামলা ১৯৯৯ সালে রুজু করা হয়েছিল তার ৩২.৩ শতাংশ মামলা স্বামী এবং স্বামীর বাড়ির লোকজন দ্বারা বধূ নির্যাতনের মামলা। এই পরিসংখ্যান ২০০০ সালে ৫.৯ শতাংশ বৃদ্ধি পায়।

২। ১৯৯৯ সালে ৪৫,০৯৯ জন মহিলা আত্মহত্যা করেন। সারা দেশে যে মোট আত্মহত্যার ঘটনা তার ৪১ শতাংশ মহিলাদের এই আত্মহত্যা। এর মধ্যে ২১.৭ শতাংশ হল গৃহবধূদের আত্মহত্যা, যাঁরা আত্মহত্যা করেন পণের কারণে, পারিবারিক এবং দারিদ্র্যের কারণে।

৩। ১৯৯৮ সালে শুধু পারিবারিক সমস্যার কারণে ৯,১৪৪ জন মহিলা আত্মহত্যা করেন। ১৯৯৯ সালে এই আত্মহত্যা বেড়ে দাঁড়ায় ১০,০৬৬ জন মহিলার। ২০১১ সালে সারাদেশে ১৮৭০০০ মানুষ আত্মহত্যা করেন। এর মধ্যে প্রায় ৪০ শতাংশ মহিলা আত্মহত্যা করেন মূলত পারিবারিক সমস্যার কারণে।

ন্যাশনাল ক্রাইম রেকর্ড ব্যুরোর ২০১০ ও ২০১১ সালে প্রকাশিত মহিলাদের বিরুদ্ধে অপরাধের মামলার প্রতিবেদন নিম্নরূপ :

২০১০		২০১১	
১। ধর্ষণ —	২২,১৭২	১। ধর্ষণ —	২৪,২০৬
২। মহিলা এবং বালিকা অপহরণ —	২৯,৭৯৫	২। মহিলা এবং বালিকা অপহরণ —	৩৬,৫৬৫
৩। পণের কারণে বধূ মৃত্যু —	৮,৩৯১	৩। পণের কারণে বধূমৃত্যু —	৮,৬১৮
৪। স্বামী এবং স্বামীর আত্মীয়-স্বজন দ্বারা বধূ নির্যাতন —	৯৪,০৪১	৪। স্বামী এবং স্বামীর আত্মীয়-স্বজন দ্বারা বধূ নির্যাতন —	৯৯,১৩৫
৫। মেয়েদের উত্যক্ত করা —	৪০,৬১৩	৫। মেয়েদের উত্যক্ত করা —	৪২,৯৬৮
৬। মেয়েদের যৌন হয়রান করা —	৯,৯৬১	৬। মেয়েদের যৌন হয়রান করা —	৮,৫৭০
৭। দেহব্যাবসার জন্য মেয়ে আমদানি —	৩৬	৭। দেহব্যাবসার জন্য মেয়ে আমদানি —	৪০

নিপীড়িতা মহিলাদের বা তাঁদের পক্ষে রুজু করা মামলার পরিপ্রেক্ষিতে উপরোক্ত প্রতিবেদনটি তৈরি হয়েছে। তবে এটা আমাদের দৈনন্দিন অভিজ্ঞতা যে মহিলাদের বিরুদ্ধে ঘরে-বাইরে সংঘটিত অজস্র অপরাধের অভিযোগ গোপন থাকে। থানায়, আদালতে গড়ায় না।

অথচ আমাদের সংবিধানে নারী-পুরুষের সমান অধিকারের, মহিলাদের মর্যাদা রক্ষার অঙ্গীকার করা হয়েছে। ১৯৭৬ সালে সংবিধান সংশোধনের পর সংবিধানের ৫১(ক) ধারা মতে প্রত্যেকটি ভারতীয় নাগরিকের এটি একটি মৌলিক কর্তব্য যে যে সকল আচার, আচরণ মহিলাদের মর্যাদাকে অপমান করে তা সার্বিকভাবে পরিহার করতে হবে।

মহিলাদের সম্মান, অধিকার রক্ষার্থে সরকার অনেক আইন প্রণয়ন করেছে। আইনে মহিলাদের বিরুদ্ধে অপরাধের জন্য কঠোর শাস্তির বিধানও আছে। তা সত্ত্বেও মেয়েদের বিরুদ্ধে নানাধরনের অপরাধ বৃদ্ধি, তাঁদের ন্যায্য অধিকারের বঞ্চনা সভ্য সমাজকে গভীরভাবে ভাবিয়ে তোলে। এই সংকটে জনগণকে আইনি সচেতন করা এবং তাঁদেরকে ন্যায়, অন্যায় বোধে জাগানো সময়োপযোগী বলে মনে হয়।

মহিলাদের সম্পর্কে সংশ্লিষ্ট আইনগুলি এইরকম :

ফৌজদারি আইন

ভারতীয় দণ্ডবিধির বিভিন্ন ধারা

ভারতীয় দণ্ডবিধির ৫০৯ ধারা : ***যেসব মহিলার শালীনতাকে অপমান করার অভিপ্রায়ে কথা, অঙ্গভঙ্গি বা অন্যান্য কার্য***— কেউ কোনো মহিলার শালীনতাকে অপমান করার অভিপ্রায়ে কোনো কথা বলে, শব্দ করে বা অঙ্গভঙ্গি করে বা কোনো বস্তু প্রদর্শন করে এই অভিপ্রায়ে যে এরূপ কথা বা শব্দ মহিলাটি শুনবেন বা এরূপ অঙ্গভঙ্গি বা বস্তু মহিলাটি দেখবেন বা কেউ মহিলাটির গোপনীয়তায় বলপূর্বক প্রবেশ করে তাহলে ব্যক্তিটি এরূপ কারাদণ্ডে দণ্ডিত হবে যা এক বছর পর্যন্ত হতে পারে বা তার অর্থদণ্ড হবে বা তার উভয় দণ্ডই হবে।

সুপ্রিম কোর্টের ব্যাখ্যায় কোনো মহিলার শালীনতার মূল সত্তা তাঁর স্ত্রীলিঙ্গের অবয়বের মধ্যে বিদ্যমান। একজন প্রাপ্তবয়স্কা মহিলার শালীনতা তাঁর শরীরে স্পষ্টভাবে ফুটে থাকে। একজন মহিলা তিনি যুবতি বা বৃদ্ধা বা বুদ্ধিমতী বা জড়বুদ্ধিসম্পন্না যাইই হোন বা তিনি জেগে বা ঘুমন্ত অবস্থায় থাকুন সর্বদাই তিনি একজন মহিলার শালীনতা বহন করেন। যা ক্ষুণ্ণ হতে পারে বা যার অমর্যাদা হতে পারে। এ কারণে কোনো মহিলার গোপনতায় অনধিকার প্রবেশ তাঁর শালীনতাকে অমর্যাদাকর করে তোলে। এই ঘটনা ঘটতে পারে কোনো জনপথে বা কোনো ব্যক্তি মালিকানার জায়গায়। উদাহরণস্বরূপ, গভীর রাতে ঘুমন্ত কোনো মহিলার ঘরে কোনো পুরুষ মানুষের প্রবেশ এবং তাঁর চিৎকারে লোকটির পালিয়ে যাওয়ার ঘটনা মহিলাটির গোপনতায় অনধিকার প্রবেশ বোঝায়।

সুপ্রিম কোর্ট রুপন দিওল-বনাম কে. পি. সিং গিল মামলার রায়ে (১৯৯৫) এই মন্তব্য করেন যে বিশিষ্ট ব্যক্তিদের কোনো সমাবেশে একজন **ঊর্ধ্বতন** পুলিশ অফিসারের একজন **ঊর্ধ্বতন** মহিলা প্রশাসনিক অফিসারের নিতম্বে থাপ্পড় মারা তাঁর শালীনতাকে **ক্ষুণ্ণ** করে।

এই প্রসঙ্গে **মহিলাদের অশ্লীল চিত্র নিবারণ আইন, ১৯৮৬** -এর উল্লেখ করা যেতে পারে। এই আইনের ৩ ধারা অনুসারে কেউ মহিলাদের অশ্লীল চিত্রযুক্ত কোনো ধরনের বিজ্ঞাপন প্রকাশ করবে না বা প্রকাশের কারণ ঘটাবে